হাওড়া ডিএম অফিসে মিছিল আটকালো পুলিশ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার

কো অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি। *ছবি-শুভম জ্যোতি*

স্টাফ রিপোর্টার : বকেয়া ডি এ সহ একগুচ্ছ দাবি-দাওয়া নিয়ে বাম সমর্থিত রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের সংগঠন, রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির নবান্ন অভিযানকে ঘিরে ধুন্দুমার হাওড়ায়। মঙ্গলবার হাওড়া ফেরিঘাটে জমা হন রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা। ঠিক হয় এখান থেকে মিছিল করে নবান্ন পৌঁছাবেন তারা। হাওড়ার বঙ্কিম সেতু থেকে নিচে নামার মুখেই হাওড়া ডিএম অফিসের কাছে তাদের আটকে দেয় হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী। লোহার ব্যারিকেট করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা পুলিশ। সেখানেই বাধা পেয়ে কো অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ধুন্দুমার বেঁধে যায় দু'পক্ষের মধ্যে। দুপুর প্রায় ২টা থেকে এই ধুন্দুমার অবস্থা চলে প্রায় সাড়ে তিনটে পর্যন্ত।

বিক্ষোভকারিদের পক্ষ থেকে সরকার বিরোধী স্লোগানও নেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগও দাবি করা হয়। এদিকে কো অর্ডিনেশন কমিটির নবান্ন অভিযান ঘিরে ব্যাপক পুলিশি প্রস্তুতি দেওয়া হয় নবান্ন ঘিরে। কোনওভাবেই যাতে নবান্নের ধারেকাছে তারা পৌছাতে না পারে তার জন্য নবান্ন প্রবেশে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এদিকে বেলা প্রায় ১টা নাগাদ রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিনহার নেতৃত্বে সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বিধানসভা ভবনে রাজ্যের শিক্ষা ও পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বাইরে ছিলেন তাই এদিন সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে পার্থবাবু কো অর্ডিনেশন কমিটির কাছ থেকে স্মারকলিপি ও দাবিপত্র গ্রহণ করেন। এরপর পার্থ বাবুর সঙ্গে প্রায় ১ ঘণ্টা বৈঠক হয় তাদের। মূলত রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের ৫৪ শতাংশ বকেয়া ডি এ দেওয়ার দাবি জানান তারা। বাঁকুড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাঁকদ্বীপে কো অর্ডিনেশন কমিটির অফিস ভেঙে দেওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান তারা। বর্তমান সরকারের আমলে নবান্নে সরকারি কর্মচারিদের নবান্নে মিটিং করতে না দেওয়ার জন্য অভিযোগ করেন তারা।

ভারতের অন্যান্য অনের রাজ্যের মাথায় দেনার চাপ থাকলেও সেই সমস্ত রাজ্য তাদের সরকারি কর্মচারিদের ডিএ দিচ্ছে বলেও অভিযোগ জানানো হয়। তাদের আর ক্ষোভ দেশের মধ্যে এ রাজ্যেই মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রীরা সব থেকে বেশি বেতন পায়। অথচ দেশের মধ্যে এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারিরা সব থেকে কম বেতন পান বলেও এদিন বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন তারা। মঙ্গলবার বিধানসভা ভবনে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় ১ ঘণ্টা বৈঠক হয় তাদের।

এদিন বৈঠক শেষে এ প্রসঙ্গে রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিনহা বৈঠক সম্পর্কে আরও জানান, বৈঠক ভাল হয়েছে। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাদের সমস্ত কথা ও দাবিদাওয়া শোনেন এবং এ বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

এদিন হাওড়া স্টেশন চত্বরে ফেরিঘাট থেকে বিশাল মিছিল নিয়ে বঙ্কিম সেতুর উপর দিয়ে নবান্নের দিকে এগোতে থাকে কো অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা। কিন্তু জেলা শাসক অফিসের সামনে মিছিল আটকে দেওয়ার ফলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে সরকারি কর্মচারী সংগঠনের সদস্যরা। প্রতিবাদে তারা অবস্থানও শুরু করে। ১২ দফা দাবি নিয়ে কো অর্ডিনেশন কমিটির নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়।

রামনবমী-হনুমানজয়ন্তী পালন নিয়ে তরজা

পরস্পরকে কড়া আক্রমণ ফিরহাদ-দিলীপ ঘোষের

স্টাফ রিপোর্টার : একদিকে রাজ্যের 'তালিবানি' শাসনের তত্ত্ব খাঁড়া করে সরকারকে তীব্র আক্রমণ দিলীপ ঘোষের। অপরদিকে নাম না করে বিজেপিকে কড়া বার্তা ফিরহাদের। রামনবমীতে রাজ্যজুড়ে গেরুয়া বাহিনীর স্বশস্ত্র মিছিলের পর, মঙ্গলবার সিউরিতে হনুমান জয়ন্তীর নাম করে অনুমতি ছাড়াই রাস্তায় নামে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ নামক একটি সংগঠন। অভিযোগ সেই 'বেআইনি' মিছিলে লাঠি চালায় সিউরি থানার পুলিশ। এর আগে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার অভিযোগে দিলীপ ঘোষ সহ একাধিক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে অস্ত্রআইনে মামলা করে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার সেই প্রসঙ্গ টেনেই বিজেপির রাজ্য সভাপতির বক্তব্য,'এই রাজ্যে এখন তালিবানি রাজত্ব চলছে। তৃণমূল মিছিল করলে সেটা ধর্ম নিরপেক্ষ আর বিজেপি মিছিল করলেই তা সাম্প্রদায়িক!' এর আগে বামনবমীতে অস্ত্র মিছিল করা নিয়ে পুরুলিয়াতে কড়া অবস্থান দেখান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তারপরেই একেরপর এক মামলা রুজু করা শুরু করে পুলিশ। এদিন বিধানসভায় দিলীপ ঘোষের বক্তব্য,'ধর্মীয় শোভাযাত্রায় পুলিশ নৃশংসভাবে লাঠি চালাচ্ছে মারছে এটা হতে পারে না।' সিউরিতে যখন হনুমানজয়ন্তী নিয়ে ধুন্ধুমার অবস্থা, সেই সময়েই হাওড়াতে হনুমানজয়ন্তীর মিছিলে পা মেলান রাজ্যের মন্ত্রী লক্ষ্মীরতণ শুক্লা। এই উদারনও টেনে আনেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি, বলেন, 'তৃণমূল মন্ত্রী-বিধায়ক মিছিল করলে পুলিশ নিরাপত্তা দিচ্ছে এটা হবে কেন?' রাজ্যের হিন্দুরা বর্তমান সরকারের আমলে 'ব্রাত্য' বলে অভিযোগ তুলে দিলীপের বক্তব্য,'আসলে তৃণমূলের এই ভণ্ডামী,নোংরামিতে হিন্দু সমাজ ক্ষুব্ধ, আর তাই এখন হিন্দুরাও একজোট হচ্ছে। আগামীদিনে এই ধরনের মিছিলে মানুষের সংখ্যা আরও বাড়বে।' অপরদিকে একইভাবে রামনবমীতে অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে রাজ্যকে আক্রমণ করেন আরও এক বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপির এই কেন্দ্রীয় সম্পাদকের চ্যালেঞ্জ,'মুখ্যমন্ত্রী যদি পারেন তবে মহরমের দিন মুসলিমদের অস্ত্র ব্যবহার ঠেকিয়ে দেখান।'তবে বিজেপি রাজ্য সভাপতির বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শাসকদল। পাল্টা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তা যে বরদাস্ত করা হবে না, মঙ্গলবার বিধানসভায় তা আরও স্পষ্ট করে দেন ফিরহাদ হাকিম। রাজ্যের পুরমন্ত্রীর বক্তব্য, 'বিশৃঙ্খলা তৈরি করে রাজনীতি হয় না। যারা ধর্মের নামে রাজ্যে অরাজকতা তৈরি করার চেষ্টা করলে তা বরদাস্ত করা হবে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করলে রাজ্যের মানুষ তা মেনে নেবে না।' পাশাপাশি এই ধরনের সিউরিতে হনুমানজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে পুলিশি লাঠিচার্জের ঘটনাকে গেরুয়া বানী হাতিয়ার করলেও ফিরহাদের বক্তব্য,'পুলিশ যা করেছে ঠিক করেছে। তাদের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে সাধারণ মানুষের মিছিলে অযথা হামলা চালাবে?' অন্যদিকে বিজেপি রাজ্যে মেরুকরণের রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

তৃণমূল-বিজেপির বোঝাপড়ার অভিযোগ সেলিমের

স্টাফ রিপোর্টার: ফের কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলের মধ্যে বোঝাপড়ার অভিযোগ তুলল সিপিএম। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক সেই বোঝাপড়ারই ফল বলে মত সিপিএম সাংসদ মহম্মদ সেলিমের। তাঁর বক্তব্য, 'দিদিভাই-মোদীভাই বার বার একান্তে বৈঠক করে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতাদের বাঁচানোর ছক কষছেন, আর তার বিনিময়ে রাজ্যে আরএসএসকে বেড়ে ওঠার জায়গা করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।' সোমবার সকালে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠক নিয়েই মঙ্গলবার মহম্মদ সেলিমের এই খোঁচা। রাজ্যে ধর্মীয় বিভাজনের চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ সিপিএম পলিটব্যুরোর এই সদস্যের। আর তার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলকেই দায়ী করেছেন মহম্মদ সেলিম। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল-বিজেপি একদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করে পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করছে। সাধারণ মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদের উত্তেজিত করে ধর্মীয় হানাহানির পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য। এ রাজ্যে এই ধরনের পরিবেশ আগে ভাবা যেত না।'

প্রসঙ্গত, গত ৫ এপ্রিল রাজ্যে বড় করে সংঘের তরফে রামনবমী পালন করা হয়। রামনবমী উপলক্ষে কোনও কোনও জায়গায় সশস্ত্র মিছিলও বের হতে দেখা যায়। সেই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায় নানা মহলে। সিপিএম অবশ্য প্রথম থেকেই এই ঘটনায় ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি দেখে আসছে। বিজেপি-আরএসএসের এই ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির পিছনে তৃণমূলেরও ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ সিপিএমের। এই বিষয়টি নিয়ে আগেই সরব হয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। রাজ্য সরকারই সশস্ত্র মিছিল করতে দিয়েছে বলে অভিযোগ ছিল তাঁর। এবার সেই একই অভিযোগ শোনা গেল মহম্মদ সেলিমের গলাতেও। তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে 'আঁতাতে'র অভিযোগ তুলে কেন্দ্র ও রাজ্য যে কৌশল নিয়েছে তাঁরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন সিপিএমের এই সাংসদ। তাঁর কথায়, একদিকে নারদ-সারদা-রোজভ্যালি কাণ্ডে তদন্ত চাপিয়ে রেখে তৃণমূলের কিছুটা সুবিধা করে দিতে হবে, আর অন্যদিকে বিজেপি-আরএসএস রাজ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচার আর বিভাজনের খেলা খেললে রাজ্য প্রশাসন উদাসীন থাকবে।' উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য রাজ্যের মানুষের কাছে আবেদনও জানিয়েছেন মহম্মদ সেলিম।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ১

স্টাফ রিপোর্টার: বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল পথচারীর। মৃতের নাম তারক বেরা। বেহালার সরশুনার এই বাসিন্দা সোমবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। জানা গিয়েছে, বাড়ি ফেরার সময় ঠাকুরপুকুরে ডায়মন্ড হারবার রোডে যখন রাস্তা পারাপার করছিলেন তারকবাবুকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তারক বেরাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘাতক গাড়ির খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। গাড়িটিকে চিহ্নিত করার জন্য রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনায় কৈখালি থেকে গ্রেফতার বড়সড় প্রতারণা চক্র

স্টাফ রিপোর্টার: ব্যাঙ্ক জালিয়াতির এক বড়সড় চক্র গ্রেফতার। ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ এই দলটির বিরুদ্ধে। একাধিক জালিয়াতির অভিযোগ আসায় তদন্তে নেমে সোমবার রাতে কৈখালির বিমাননগরে এক চিকিৎসকের বাড়ি থেকে ১৩ জনকে গ্রেফতার করে অ্যান্টি রাউডি সেকশন বা এআরএস। ধৃতদের কাছ থেকে ১০ টি মোবাইল, ৭ টি ল্যাপটপ,সিমকার্ড ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের একাধিক ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। মিলেছে কার্ডের পিন নম্বরও মিলেছে । ধৃতদের মধ্যে দুজনের বাড়ি কেষ্টপুরে হলেও বাকিরা কেরল,ঝাড়খণ্ড ও বিহারের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই দলটি বহুদিন ধরেই বিভিন্ন বেসরকারী ব্যাঙ্কের নাম করে গ্রাহকদের প্রতারণা করত বলে অভিযোগ। ব্যাঙ্ককর্মী বলেও নিজেদের পরিচয় দিয়েও প্রতারণা চালাত এই চক্রটি। অনলাইন লেনদেনের ওপর নজর রাখত তারা। বিশেষকরে কোন গ্রাহক কোন ব্যাঙ্ক থেকে কোন ব্যাঙ্কে কত টাকা ট্রান্সফার করছে, তার দিকেও নজর রাখত। ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের নামও পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই জালিয়াতির ঘটনায় ব্যাঙ্ক কর্মীরা জড়িত কী না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে জানা গিয়েছে, শহরের এই চক্র কাজ করত। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের যাবতীয় তথ্য হাতিয়ে বেশ কয়েকজনকে ফোন করে প্রথমে নিজেদের ব্যঙ্ককর্মী হিসাবে পরিচয় দিত, পরে সেই তথ্য জেনে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা হাতিয়ে নিত। এই চক্রের প্রধান 'টার্গেট' ছিল বয়স্করা। ইতিমধ্যে এই চক্রের পিছনে কারা কারা জড়িত, আর কী পদ্ধতিতে টাকা হাতানো হত? তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ধৃতদের কাছ থেকে আটক করা ল্যাপটপ ও মোবাইলগুলি। কোন কোন ব্যাঙ্কের তথ্য এই দুস্কৃতীদের কাছে আছে, তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। বিশেষকরে একাধিক ব্যাঙ্কের এত পরিমাণ ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড কীভাবে ধৃতদের কাছে এল তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় পুলিশ। প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র রাজ্যেই নয়, রাজ্যের বাইরেও এই চক্রের জাল ছড়িয়ে আছে বলে নিশ্চিত তদন্তকারী অফিসারেরা। বিশেষকরে রাজ্যের বাইরে থেকে এসে এভাবে গ্রাহকদের ব্যাঙ্কের তথ্য জেনে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে তদন্তকারীরা। ধৃতদের ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পাশাপাশি ওই বাড়িরর মালিক, চিকিৎসক পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও জেরার জন্য আটক করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন প্রতারণার শিকার এনআরআই দম্পতি

স্টাফ রিপোর্টার : খোদ শহরেই ধাক্কা খেল মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প। ইচ্ছা ছিল শিকড়ের টানে ফিরে আসবেন কলকাতায়। আর নিজের শহরেই ব্যবসা শুরু করাও ছিল বহুদিনের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পূরন করতে গিয়েই প্রতারণার শিকার হলেন এক এনআরআই দম্পত্তি। অবসরের পর জমানো সমস্ত টাকাই খোয়া গেল প্রতারকের হাতে পড়ে। এই শহরেই কাটিয়েছেন অনেকদিন। তবে ভাগ্যঅন্বেষনে শহর ছাড়েন, সেও বহুদিন আগে। আমেরিকায় গিয়ে রীতিমত প্রতিষ্ঠিতও হয়েছেন সুবীর রায় ও তপতী রায়। তবে মাঝে মধ্যেই স্রেফ ছুটি কাটাতে শহরে আসতেন তাঁরা। তবে নিজেদের শহরের জন্য কিছু করার তাগিদে ২০১২ সালে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেন এই প্রবীন দম্পত্তি। ঠিক করেন রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করবেন এই শহরে। তবে এই ব্যবসার ইচ্ছা আরও পাকাপাকি হয় ২০১৪ সালে আমেরিকায় নরেন্দ্র মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া ' অনুষ্ঠানে হাজির থাকার পর। দক্ষিন কলকাতার. যোধপুর পার্কে নিজেদের বাড়ির জায়গাতেই বিপনী তৈরির কাজও শুরু করেন। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের নিয়মমতো এনআরআইদের ব্যবসা করার ক্ষেত্রে একজন দেশীয় অংশীদার বাধ্যতামূলক। প্রতারিত সুবীর রায়ের বক্তব্য,'এই নিয়ম মেনে আমরা কলকাতার মডিউল প্রপার্টি নামে এক সংস্থার সঙ্গে চুক্তিও করি।' এই চুক্তিতে ঠিক হয়, মডিউল প্রপার্টি আর্কিটেকচার ও নির্মানের কাজ করবে। কাজ বাবদ ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা দেওয়াও হয় ওই সংস্থাকে। তবে কাজ শেষ কবার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় ১৮ মাস। আরও এক প্রতারিত তপতী রায়ের অভিযোগ,'সমস্ত কিছু ঠিক হওয়ার পর আমরাআবার আমেরিকা ফিরে যাই, পরে কলকাতায় আসি। আর ফিরে এসে রীতিমত হতবাক। দেখি প্রায় ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা দেওয়ার পরও কাজ শুরুই হয়নি। অথচ ১৮ মাসের মধ্যে আমাদের কাজ শেষ করার কথা ছিল।' তবে এখানেই শেষ নয়, এমনকী নিজেদের জমিতেই রায় দম্পত্তিকে ঢুকতে দেয়নি ওই মডিউল প্রপার্টি। ফেরত দেওয়া হচ্ছেনা টাকাও। ঘটনায় চরম বিপাকে এই এনআরআই দম্পত্তি। একাধিকবার থানায় অভিযোগ জানালেও, পুলিশের তরফে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তপতী রায়ের। শেষমেষ সাহায্য চেয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপধ্যায় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি দিচ্ছেন তাঁরা। জানাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকেও। তবে যে স্বপ্ন নিয়ে নিজের শহরে ব্যবসা করতে এসেছিলেন, তা কার্যত ভেঙে চুরমার। সুবীর রায়ের বক্তব্য, 'নিজের শহরে এসে এভাবে ভুগতে হবে ভাবতেই পারছিনা। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম, আর যেভাবে প্রতারিত হলাম, আর প্রশাসনও পাশে দাঁড়ালোনা। ঠিক করেছি আর অন্তত দেশে ব্যবসা করবো না।'

তপতি রায়। *সৌজন্যে টুইটার*

লক্ষ্মণ শেঠকে নিয়ে হোঁচট খেলেন শাহনওয়াজ হোসেন

আকাশ বিশ্বাস

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহর নির্দেশে শহরে আসা। ভেবেছিলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দায়িত্ব পেয়ে ভোল বদলে দেবেন দমদম এলাকার বিজেপি সংগঠনের। কিন্তু কোথায় কী? সাংবাদিক বৈঠক করার জন্য যে জায়গা বেছে নিয়েছিলেন তাঁর দলের কর্মীরা, সেই জায়গায় সামান্য শৌচালয়ের অবস্থা এতটাই খারাপ যে তা নিয়ে নিজের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর কাছে ক্ষোভ উগরে দিলেন দিল্লি থেকে আসা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা শাহনাওয়াজ হোসেন। দলের সর্বভারতীয় মুখপাত্রও তিনি। আর তাই এই গরমেও রীতিমতো জহর কোট পরে বসতে হল সাংবাদিক সম্মেলনে। ওদিকে তখন মধ্যগগনে সূর্য। তাই গরম তো লাগবেই। কিন্তু সেদিকেও নজর নেই দলীয় কর্মীদের। পাখা চালাতে অনুরোধ করলেন কেন্দ্রীয় নেতা। কিন্তু কোথায় কী! তার চেয়ে বরং শীর্ষ স্থানীয় নেতাকে মুখ দেখাতেই ব্যস্ত সবাই। তাই পাখাও ঘুরল না। আসলে বিজেপি রাজ্য অফিসে আসার পরেও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ভাল মতো মিশতেও পারলেন না তিনি। তবে সবথেকে বেশি বেকায়দায় পড়লেন লক্ষ্মণ শেঠকে নিয়ে। সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে লক্ষ্মণ শেঠ যে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তা না কি জানেনই না শাহনাওয়াজ। আর তাই দাবি করে বসলেন, রাজ্যে যে সব সিপিএম নেতা-কর্মীরা ভোট লুঠ করেছে, সন্ত্রাস করেছে তারা কেউই বিজেপির সঙ্গে নেই। সবাই তৃণমূলেই যোগ দিয়েছে। এমনকী লক্ষ্মণ শেঠকে নিজের অজান্তেই 'মাননীয় সাংসদ' বলেও সম্বোধন করেন। আসলে নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে একাধিক কেলেঙ্কারির নায়ক লক্ষণ শেঠের অতীত সম্পর্কে তিনি যে অবগত নন তা এদিন স্পষ্ট হয়ে গেল শাহনাওয়াজের হাবভাবে। রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কোয়ার্টার ফাইনাল বলে আখ্যা দেন তিনি। আবার রাম-হনুমান নিয়েও বক্তব্য রাখেন শাহনওয়াজ। বলেন, 'বাংলায় এখন রাম এবং হনুমানের নাম নেওয়াটা সবথেকে বড় অপরাধ। আর এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।' তবে বিজেপি যে কোনওভাবেই জাতপাতের রাজনীতিকে গুরুত্ব দেয় না তা স্পষ্ট করে দেন অনেকটা আমতা আমতা করে। বলেন, 'আমরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না। ওটা ভুল ব্যাখ্যা।' রামনবমীতে এ রাজ্যে যেভাবে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করতে দেখা গিয়েছে গেরুয়া বাহিনীকে তা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য এড়িয়ে যান শাহনওয়াজ হোসেন।